রমযানের আগমন
মারহাবা

02-May-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী-মাদানী-হাশেমী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং একজন ফিরিশতা সেই দরূদে পাক আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত থাকে।

(মু'জামু কবীর, ৮/১৩৪, নম্বর-৭৬১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।

☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! মাদানী অর্থাৎ চন্দ্র মাসের মধ্যে রমযানুল মুবারকের যে গুরুত্ব ও ফযীলত অর্জিত, তা কোন বিচক্ষণের নিকট লুকায়িত নয়, এটাই সেই মহান মাস, আশিকানে রমযান যার জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকে। এই মুবারক মাস আসতেই মুসলমানের মাঝে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়, মুসলমানদের মাঝে ইবাদতের আগ্রহ পুর্বের চেয়েও বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং গুনাহের জোড় কমে যায়, মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, সেহেরী ও ইফতারীর সৌন্দর্য দেখে মন খুশিতে আত্মহরা হয়ে যায়, সৌভাগ্যবান মুসলমানরা **রব তায়ালা**র বাণী কোরআনে করীম শ্রবণ করা এবং সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে তারাবীহ আদায়ে লিপ্ত হয়ে যায়, অধিকহারে যিকির ও দরূদ পাঠ করা হয়, **আল্লাহ তায়ালা**র পথে ব্যয় করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়, গরীব ও মিসকীনদের আর্থিক সহায়তা করা হয় এবং এছাড়াও অনেক নেক কাজ সম্পাদন করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এটি ঐ বরকতময় মাস, যার ফযীলত ও বরকত **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুবারক মুখেই বর্ণনা করেছেন।

রমযানের আগমন এবং আল্লাহর মাহবুবের খোতবা

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফরেসী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শা'বান মাসের শেষদিনে আমাদের খোতবা ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! তোমাদের মাঝে মহত্বপূর্ণ ও বরকতময় মাস আগমন করছে, সেই মাস

যাতে একটি রাত এমনও রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম, **আল্লাহ তায়ালা** সেই মুবারক মাসের রোযাকে ফরয করেছেন। এর রাতে কিয়াম (তথা তারাবি আদায় করা) সুন্নাত, যে ব্যক্তি এতে নেকীর কাজ করে তবে তা এমন যেমন অন্য মাসে ফরয আদায় করলো এবং যে এতে ফরয আদায় করলো তবে এমন, যেমন অন্যদিনে ৭০ ফরয আদায় করলো। এটি ধৈর্য্যের মাস এবং ধৈর্য্যের সাওয়াব হলো জান্নাত, এটি বিপদে সহায়তাকারী এবং কল্যাণময় মাস। এই মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যে এতে রোযাদারকে ইফতার করায় তবে তা তার গুনাহের ক্ষমা স্বরূপ, তাকে আগুন থেকে মুক্তি দান করা হবে, সেই ইফতার করানো ব্যক্তিরও একই সাওয়াব অর্জিত হবে, যেমন রোযাদারের অর্জিত হবে, তবে তার সাওয়াবে কোন কমতি হবে না। আমরা আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি সেই বস্তু পায় না, যা দ্বারা রোযার ইফতার করাবে। তখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **রব তায়ালা** তো এই সাওয়াব ঐ ব্যক্তিকে দান করবেন, যে একটি খেজুর বা এক চুমুক পানি অথবা এক চুমুক দুধ দ্বারা রোযার ইফতার করায়। এটা হলো ঐ মাস যা প্রথমে (অর্থাৎ প্রথম ১০দিন) রহমত, মধ্যখানে (অর্থাৎ মাঝখানের ১০দিন) মাগফিরাত এবং শেষে (অর্থাৎ শেষ ১০দিন) দোযখ থেকে মুক্তি রয়েছে। যে তার গোলাম (অর্থাৎ অধিনস্ত) থেকে এই মাসে কাজ কমিয়ে নেয়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে দোযখ থেকে মুক্ত করে দিবেন। যে রোযাদারকে পেট ভরে খাওয়ালো, **আল্লাহ তায়ালা** সেই ব্যক্তিকে আমার হাউস থেকে এমন একটি চুমুক পান করাবেন যে, (যা পান করার পর) সে কখনো পিপাসার্ত হবে না, এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করে নিবে।

(ইবনে খুযাইমা, কিতাবুস সিয়াম, ৩/১৯১, হাদীস নং-১৮৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **আল্লাহ তায়ালার** এই পবিত্র মাসের অর্থাৎ রমযানুল মুবারকের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো যে, এই পবিত্র মাস আগমনের নিদর্শন প্রকাশ হতেই আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং এই বকেতময় মাসের খুবই শান ও শওকত সহকারে স্বাগত জানাতেন এবং আপন

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সামনেও এই মুবারক মাসের শান ও মহত্ব, ফযীলত ও বরকতকে বর্ণনা করে এর গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন আর তাদেরও বিভিন্ন নেক কাজ করার মাদানী মানসিকতা দান করতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও মুসলমানদেরকে এই মুবারক মাসের মুবারকবাদ জানানো। নিজেও এই মুবরাক মাস ইবাদত করি এবং অপরকেও এই মাসের গুরুত্ব, এর ফযীলত এবং এর বরকতে সম্পর্কে অবহিত করে তাদেরও নেকী জমা করার মানসিকতা প্রদান করতে থাকি। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে রমযানুল মুবারকের বরকত নসীব করুন। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রমযানের আগমনে আয়োজনের ধরন

রমযানুল মুবারকের আগমন সন্নিকটে এবং ইতিহাস লিখক প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ওয়াকিদি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কিছুই ছিলো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার এক আলাভী[১] বন্ধুর নিকট চিঠি লিখলেন: “**রমযান শরীফে**র মাস আসছে এবং আমার নিকট খরচের জন্য কিছুই নেই, আমাকে ‘করযে হাসান’ হিসেবে এক হাজার (১০০০) দিরহাম পাঠিয়ে দাও।” অতএব ঐ আলাভী এক হাজার (১০০০) দিরহামের থলে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক বন্ধুর চিরকুট হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট এসে পৌঁছলো, তাতে লিখা ছিলো: “**রমযান শরীফে**র মাসে খরচের জন্য আমার এক হাজার (১০০০) দিরহামের প্রয়োজন।” হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ থলে সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন ঐ আলাভী বন্ধু যাঁর নিকট থেকে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঋণ নিয়েছিলেন এবং ঐ দ্বিতীয় বন্ধু যিনি হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, উভয়ে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঘরে আসলেন। আলাভী বললেন: **রমযানুল মোবারকে**র মাস আসছে আর আমার নিকট এ এক হাজার (১০০০) দিরহাম ব্যতীত আর কিছু ছিলো না। কিন্তু যখন আপনার চিঠি এলো,

(১) আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সেই বংশধর যারা হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পবিত্র গর্ভের নয়।

তখন আমি এক হাজার (১০০০) দিরহাম আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলাম এবং আমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমার এ বন্ধুর নিকট চিরকুট লিখলাম যে, আমাকে এক হাজার দিরহাম ঋণ হিসেবে যেনো পাঠিয়ে দেয়। তিনি ঐ থলে, যা আমি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, তা আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং বুঝা গেলো যে, আপনি আমার নিকট ঋণ চেয়েছেন, আমি আমার এ বন্ধুর নিকট ঋণ চাইলাম এবং তিনি আপনার নিকট চেয়েছেন। আর যে থলেটা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছিলাম, তা আপনি তার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন আর তিনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ঐ তিনজন একমত হয়ে এই এক হাজার (১০০০) দিরহামকে তিনভাগ করে পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নিলেন। ঐ রাতেই হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নে **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করলেন এবং ইরশাদ করলেন: আগামী কাল তুমি অনেক কিছু পাবে। সুতরাং পরদিন আমীর ইয়াহইয়া বরমকী হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ডেকে বললো: "আমি গতরাতে স্বপ্নে আপনাকে চিন্তিত দেখলাম, কারণ কি?" হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন ইয়াহইয়া বরমকী বললো: "আমি একথা বলতে পারবো না যে, আপনাদের মধ্যে কে বেশি দানশীল, নিঃসন্দেহে আপনারা তিনজনই দানশীল এবং সম্মানের উপযুক্ত। অতঃপর সে ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) দিরহাম হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে এবং বিশ হাজার (২০,০০০) দিরহাম করে অবশিষ্ট দুজনকে প্রদান করলেন। এবং হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ক্বাযী (বিচারপতি) হিসেবেও নিয়োগ করলেন।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! মুসলমান দানশীল, নিজের পছন্দকে অপরের উপর প্রাধান্য দানকারী এবং দুঃখ কষ্টে অপর মুসলমানের কাজে সহায়তাকারী হয়ে থাকে। আফসোস! এখন আমাদের অন্তর থেকে মুসলমানদের কল্যাণের চেতনা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমরা নিজেরাতো ভাল খাই, উপার্জন করি, ভাল পরিধান করি এবং আলিশান ভাবে জীবন অতিবাহিত করি, রমযান মাসে সেহেরী ও ইফতারীতেও বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামতের উপকারীতা

গ্রহন করি, কিন্তু আহ! গরীব ও অভাবী আত্মীয়, প্রতিবেশি এবং অন্যান্য মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এখন আমরা কোন ভূলে যাওয়া জিনিষের মতো ভূলে গেছি। যাই হোক, আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো এই মহত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের পদাঙ্ক অনুসরন করে রমযান ও রমযান ছাড়াও আমলীভাবে মুসলমানদের স্বেচ্চাসেবক হয়ে যাওয়া।

মনে রাখবেন! মুসলমানকে ইফতার করানো এবং তাদের পানি পান করানোও স্বেচ্চাসেবার একটি উপায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ রমযান মাসে ইফতার করানো এবং পানি পান করানোর অনেক ফযীলত রয়েছে।

ইফতার করানোর ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি হালাল খাবার বা পানি দ্বারা (কোন মুসলমানকে) রোযার ইফতার করালো, ফিরিশতারা রমযান মাসের সময়ে এবং জিব্রাঈল আমিন (عَلَيْهِ السَّلَام) শবে কদরে তার জন্য ক্ষমার দোয়া করে থাকে। **(মু'জামুল কবীর, ৬/২৬২, হাদীস নং- ৬১৬২)**

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আমার হাউস থেকে পান করাবেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না। **(ইবনে খুযাইমা, কিতাবুস সিয়াম, ৩/১৯১, হাদীস নং-১৮৮৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! এমনিতে তো **রব তায়ালা**র আমাদের উপর অসংখ্য দয়া রয়েছে, বছরের **১২**টি মাসই তাঁর দান ও দাক্ষিন্যের দরজা আমরা গুনাহগারদের জন্য দিন রাত খোলা থাকে, কিন্তু রমযানুল মুবারক **রব তায়ালা**র সেই মহান নেয়ামত, যার জন্য আমরা তাঁর যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেনো তা কমই, এই মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাগফিরাতের সমন বন্টন করা হতে থাকে, এটিই সেই মহত্বপূর্ণ মাস, যাতে **রব তায়ালা** উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে পাঁচটি বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন।

পাঁচটি বিশেষ দয়া

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতকে **রমযান** মাসে পাঁচটি এমন বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি: (১) যখন **রমযানুল মুবারকে**র প্রথম রাত আসে, তখন **আল্লাহ তায়ালা** তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন আর যার প্রতি **আল্লাহ তায়ালা** রহমতের দৃষ্টি দান করেন, তাকে কখনো আযাব দিবেন না। (২) সন্ধ্যায় তাদের মুখের গন্ধ (যা ক্ষুধার কারণে সৃষ্টি হয়) **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশি উত্তম। (৩) ফিরিশতারা প্রত্যেক রাত ও দিনে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (৪) **আল্লাহ তায়ালা** জান্নাতকে নির্দেশ দেন: "আমার (নেক) বান্দাদের জন্য সু-সজ্জিত হয়ে যাও! শীঘ্রই তারা দুনিয়ার কষ্ট হতে আমার ঘর ও অনুগ্রহে প্রশান্তি লাভ করবে।" (৫) যখন **রমযান** মাসের সর্বশেষ রাত আসে তখন **আল্লাহ তায়ালা** সবাইকে ক্ষমা করে দেন।"

উপস্থিতিদের মাঝে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এটা কি **লাইলাতুল কদর?** ইরশাদ করলেন: "না"। তোমরা কি দেখনি যে, শ্রমিকরা যখন নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তখন তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়?" (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২/৫৬, হাদীস নং- ৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, রমযানুল মুবারকের শান ও মহত্ব কিরূপ উচ্চ ও উচ্চতর! এই পবিত্র মাসে **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত এই বান্দাদের উপর দয়া করে, হওয়া তো উচিৎ ছিলো যে, মুসলমান রজব শরীফের মুবারক মাস থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু করে দেয়া এবং ইবাদত ও তিলাওয়াত করে **রব তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করার উপলক্ষ্য করা, কিন্তু আহ! মুসলমানদের অধিকাংশই অন্যান্য মাসের ন্যায় এই মাসটিও উদাসিনতায় অতিবাহিত করে দেয়।

রোযায় সময় "পাস" করা

অনুরূপভাবে কিছু লোক যদিওবা রোযা তো রেখে নেয়, কিন্তু সেই বেচারাদের সময় "**পাস**" হয়না। সুতরাং তারাও রমযান শরীফের সম্মানকে একদিকে রেখে হারাম ও নাজায়িয কাজের সহায়তায় সময় "**পাস**" করে থাকে।

উত্তম ইবাদত কোনটি?

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবারকের পবিত্র মুহূর্তগুলো অহেতুক নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান! জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, একে গনিমত মনে করুন, মোবাইল ও স্যোশাল মিডিয়ার (Social Media) ভূল ব্যবহার (Missuse), বিভিন্ন খেলাধুলা এবং গান শুনার মাধ্যমে সময় "**পাস**" (বরং নষ্ট) করার পরিবর্তে কোরআনের তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরূদে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। ক্ষুধা ও পিপাসার প্রচন্ডতা যত বেশি অনুভূত হবে, ধৈর্য্য ধারন করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াবও তত বেশি অর্জিত হবে। যেমনটি বর্ণিত আছে: اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَحْمَزُهَا অর্থাৎ উত্তম ইবাদত হলো তাই, যাতে কষ্ট বেশি।

(তাফসীরে কবীর, ২৯ পারা, মুযাম্মিল, ১০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৬৮৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রমযান এবং কোরআনের তিলাওয়াত

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবারক মাসে সাধারনত অধিকাংশ আশিকানে রমযান খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অধিকহারে তিলাওয়াত করতে দেখা যায়, কিন্তু আহ! অনেক বদ নসীব লোক এই পবিত্র মাসেও এই মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়, আমাদের এই ব্যাপারে আমার বুযুর্গদের অনুসরন করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলা উচিৎ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ الله الْمُبِيْن এই পবিত্র মাসে একবার নয় বরং দিনে কয়েকবারও কোরআন খতম করার সৌভাগ্য অর্জন করতেন।

সয়্যিদুনা সাআদ বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর রুটিন

হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রমযানুল মুবারকের একুশতম, তেইশতম,পঁচিশতম, সাতাইশতম এবং উনত্রিশতম দিনে ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতার করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনে করীম খতম করে না নিতেন, মাগরীব ও ইশার মধ্যখানে আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে থাকতেন এবং প্রায়ই ইফতারের সময় আমাকে মিসকিনদের ডাকার জন্য পাঠাতেন, যাতে তারাও তাঁর সাথে খায়। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, সাআদ বিন ইব্রাহিম যুহরী, ৩/১৯৯, নম্বর-৩৬৯৫)**

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কোরআনে করীমের প্রতি ভালবাসা, তিলাওয়াতের আগ্রহ এবং রমযানের গুরুত্ব প্রদান করা তো এই ব্যক্তিত্বদের থেকে শিখুন, যারা ক্ষমার মাসে অধিকহারে কোরআনের তিলাওয়াত করতেন, আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও রমযান মাসে অধিকহারে কোরআনের তিলাওয়াতের নিয়্যত করে নেয়া এবং **রব তায়ালা**র এই মেহমানের যথাযত সম্মান করে আনন্দচিত্তে একে স্বাগত জানানো। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে কোরআনের তিলাওয়াতের কিছু ফযীলত শুনি।

কোরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

✯ কোরআন তিলাওয়াতকারীদের প্রশংসা কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে। **(১ম পারা, বাকারা, আয়াত ১২১)** ✯ কোরাআনে পাককে ভালবাসা (অর্থাৎ এর তিলাওয়াত করা এবং এর উপর আমল করা) **আল্লাহ তায়ালা** এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার মাধ্যম। **(মু'জামুল কবীর, ৯/১৩২, হাদীস নং-৮৬৫)** ✯ কোরআনে পাকের একটি হরফ পাঠ করাতে ১০টি নেকীর সাওয়াব অর্জিত হয়। ✯ যে ঘরে কোরআন পাঠ করা হয়, তা তার অধিবাসীদের জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়। ✯ এর কল্যান বেশি হয়। ✯ সেই ঘরে ফিরিশতা উপস্থিত হয় এবং শয়তান বের হয়ে যায়। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৮২৬)** ✯ কোরআনে করীম কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের গুনাহ ক্ষমা করার সুপারিশ করার জন্য আসবে। **(মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিল কোরআন, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮০৪)** ✯ কোরআনের তিলাওয়াতকারীদের উপর **আল্লাহ তায়ালা** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের সাওয়াব থেকে উত্তম (সাওয়াব) দান করবেন। **(কানযুল উম্মাল, ১/২৭৩, হাদীস নং-২৪৩৭)** ✯ কোরআনের অনুসারী (অর্থাৎ এর তিলাওয়াতকারী এবং এর বিধান অনুযায়ী

আমলকারী) আল্লাহ ওয়ালা এবং তাঁর বিশেষ লোক। (ইবনে মাজাহ, ১/১৪০, হাদীস নং- ২১৫। ইত্তিহাফুস সা'দাত, ৫/১৩) ✯ কোরআনের তিলাওয়াত এই উম্মতের উত্তম ইবাদত। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৫৪, হাদীস নং-২০২২) ✯ যে নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআনের তিলাওয়াত করে, তার জন্য প্রতিটি হরফের বিনিময়ে একশত (১০০) নেকী রয়েছে। ✯ যে বসে তিলাওয়াত করে তার জন্য প্রতিটি হরফের পরিবর্তে পঞ্চাশ (৫০) নেকী রয়েছে। ✯ যে নামায ব্যতীত অযু অবস্থায় তিলাওয়াত করবে, তার জন্য পঁচিশ (২৫) নেকী রয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৬) ✯ কোরআন তিলাওয়াত অন্তরের পরিছন্নতার মাধ্যম। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৫২, হাদীস নং-২০১৪)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কোরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রোযার তিনটি স্তর

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! রোযার তিনটি স্তর রয়েছে: (১) **সাধারণের রোযা** (২) **প্রিয় ব্যক্তির রোযা** (৩) **একান্ত প্রিয় ব্যক্তির রোযা**। আসুন! এবার প্রত্যেকটির বিস্তারিত শ্রবণ করি।

(১) সাধারণের রোযা: রোযার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে **"বিরত থাকা",** সুতরাং শরীয়াতের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে **"বিরত থাকা"**কে রোযা বলে এবং এটাই হচ্ছে **সাধারণের** অর্থাৎ সাধারণ মানুষের রোযা। **(২) প্রিয় ব্যক্তির রোযা:** পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্দ কাজ থেকে **"বিরত রাখা"** হচ্ছে **প্রিয়** অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিদের রোযা। **(৩) একান্ত প্রিয় ব্যক্তির রোযা:** নিজেকে সমস্ত বিষয় থেকে **"বিরত রেখে"** শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র দিকে মনোনিবেশ করা, এটি হচ্ছে **একান্ত প্রিয়** অর্থাৎ একান্ত বিশেষ ব্যক্তিদের রোযা। (আল জাওয়াহারাতুন নাঈরা, কিতাবুস সওম, ১৭৫ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে রমযান, ১০১ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! রোযা অবস্থায় আমাদের যে বিষয়টি অনেক বেশি আবশ্যক তা হলো যে, আমরা পানাহার থেকে **"বিরত থাকা"**র

পাশাপাশি নিজের শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও (Body Parts) রোযার অনুসারী বানানো এবং নিজেকে সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বাঁচান। কেননা আমরা রমযানুল মুবারক মাসে তো রোযা রেখে দিনে পানাহার করা ছেড়ে দিই অথচ এই পানাহার এর পূর্ব দিনও একেবারেই জায়িয ছিলো। অতঃপর নিজেই চিন্তা করুন, যে বিষয় রমযান শরীফের পূর্বে হালাল ছিলো তাও যখন এই মুবারক মাসের পবিত্র দিনগুলোতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, তবে যে বিষয় রমযানুল মুবাররেক পূর্বেও হারাম ছিলো, যেমন; মিথ্যা, গীবত, চুগলী, কু-ধারনা, গালি-গালাজ, সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা, দাড়ি মুন্ডন করা বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মানুষের মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি সেই রমযানুল মুবারকে কেনো আরো বেশি হারাম হয়ে যাবে না? এবার চিন্তা করুন! যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল খাবার ও পানীয় তো ছেড়ে দেয় কিন্তু হারাম এবং দোযখে নিয়ে যাওয়ার কাজ অব্যাহত রাখে, তা কোন ধরনের রোযা?

মনে রাখবেন! **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মন্দ কথা বলা এবং এর উপর আমল করা ছাড়ে না, তবে তার ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকা **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, কিতাবুস সওম, ১/৬২৮, হাদীসনং-১৯০৩)

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আফসোস! অনেক মুসলমানের অবস্থা এমনভাবে খারাপ হয়ে গেছে যে, রমযানুল মুবারকের মাসেও তারা অপরকে কষ্ট দেয়া, উৎপীড়ন করা এবং ঝগড়া বিবাদ করার যেনো বাহানা খুঁজে। যদি কেউ কাউকে কষ্ট দেয় বা যেকোন ধরনের কষ্ট দেয় তবে যাকে কষ্ট দেয়া হলো সে কষ্ট প্রদানকারীকে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষমা করার পরিবর্তে তার সাথে ঝগড়ার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। বরং অনেক সময় তো ঝগড়াও শুরু করে দেয় এবং গর্জন করে এভাবে বলে: **"চুপ হয়ে যাও! অন্যথায় মনে রাখবে! আমি রোযা অবস্থায় আছি আর রোযা তোমাকে দিয়েই খুলবো।"** অর্থাৎ খেয়ে ফেলবো।

(مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ)

মনে রাখবেন! এরূপ কোন কথা মুখ দিয়ে কখনোই বের করা উচিৎ নয়, যা কোন মুসলমানের কষ্টের কারণ হয় বরং বিনয় প্রকাশ করা উচিৎ। এই সকল আপদ থেকে আমরা শুধুমাত্র তখনই বাঁচতে পারবো, যখন নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহ

থেকে বাঁচিয়ে রোযা পালন করার চেষ্টা করবে। যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শুধুমাত্র পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয় বরং রোযা তো হলো অনুপকারী ও অশ্লিল কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা। যদি কোন ব্যক্তি তোমায় গালি দেয় বা তোমার সাথে মন্দ আচরন করে তবে বলে দাও "আমি রোযাদার"। **(মুস্তাদরাক, কিতাবুস সওম, ২/৬৭, হাদীস নং-১৬১১)**

আসুন! এবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে গুনাহের কয়েকটি উদাহরন লক্ষ্য করুন।

চোখের গুনাহ

চোখের গুনাহ হলো যে, এর দ্বারা **আল্লাহ তায়ালার** হারামকৃত বিষয় দেখা, সুতরাং সকল মুসলমানের উচিৎ যে, তারা যেনো নিজের চোখে হারাম দেখার পরিবর্তে চোখের রোযা রাখে, অনুরূপভাবে চোখ যখনই উঠবে শুধুমাত্র জায়িয কাজের দিকেই যেনো উঠে। চোখ দিয়ে মসজিদ দেখুন, কোরআনে করীম দেখুন, আউলিয়াদের মাযার দেখুন, ওলামায়ে কিরাম এবং নেককার বান্দাদের দীদার করুন, কাবা শরীফের নূর দেখুন, মক্কা শরীফের সুবাশিত গলি সমূহ (Streets) দেখুন, সবুজ গম্বুজের নূরানী জ্বলওয়া দেখুন, আরব ভূমির মনোরম দৃশ্য দেখুন।

কানের গুনাহ

কানের গুনাহ হলো যে, এর দ্বারা ঐ সমস্ত কথাবার্ত শুনা, যা **আল্লাহ তায়ালা** নিষেধ করেছেন, সুতরাং কখনোই কান দ্বারা গান বাজনা শুনবেন না, মিথ্যা কৌতুক শুনবেন না, কারো গীবত ও চুগলী এবং কারো দোষ-ত্রুটি শুনবেন না, যখন দুইজন লোক লুকিয়ে কথা বলে তখন আড়ি পেতে শুনবেন না। কানের রোযা রাখুন! আর তা এভাবে যে, শুধুমাত্র জায়িয কথাবার্তা শুনুন, যেমন; কান দ্বারা তিলাওয়াত, হামদ ও নাত এবং বুযুর্গদের মানকাবাত, সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারা এবং ভাল ভাল কথা শুনুন, আযান ও ইকামত শুনুন আর শুনে উত্তরও প্রদান করুন।

জিহ্বার গুনাহ

জিহ্বার গুনাহ হলো যে, তা দ্বারা এমন কথা বলা, যা **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টির কারণ হয়, তাই গালা-গালি, মিথ্যা, হীবত, চুগলী ইত্যাদি দ্বারা জিহ্বাকে

নাপাক হওয়া থেকে বিরত রাখুন। আহ! যদি জিহ্বা শুধুমাত্র নেক ও জায়িয বিষয়েই নড়াচড়া করে, যেমন; জিহ্বা দ্বারা কোরআনের তিলাওয়াত করুন, যিকির ও দরূদ পড়ুন, হামদ ও নাত শরীফ পাঠ করুন, মাদানী দরস দিন, সুন্নাতে ভরা বয়ান করুন এবং নেকীর দাওয়াত দিন ইত্যাদি।

হাতের গুনাহ

হাতকে **রব তায়ালার** অবাধ্যতায় ব্যবহার করাই হলো হাতের গুনাহ, সুতরাং আমাদের এটাই চেষ্টা থাকবে যে, কারো প্রতি যেনো জোড় জবরদস্তির উদ্দেশ্যে হাত না উঠে, ঘুষ দেয়া নেয়ার জন্য না উঠে, কারো সম্পদ চুরি না করা, তাস না খেলা, ঘুড়ি না উড়ানো, কোন নামুহরিম মহিলার সাথে করমর্দন (হ্যান্ডশেক) না করা। যখনই হাত উঠবে তা যেনো শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠে, যেমন; অযু সহকারে কোরআনে করীমে হাত লাগান, নেককার লোকদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করুন ইত্যাদি।

পায়ের গুনাহ

পায়ের গুনাহ হলো যে, তা দ্বারা এমন জায়গায় যাওয়া, যা থেকে **আল্লাহ তায়ালা** নিষেধ করেছেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো কখনোই সিনেমা হলের দিকে না যাই, খারাপ বন্ধুদের আড্ডায় না যাওয়া, দাবা, তাস, লুডু, ক্রিকেট, ফুটবল, ভিডিও গেমস, টেবিল টেনিস ইত্যাদি খেলা বা দেখার জন্য না যাওয়া, আহ! যদি পা যখনই উঠে তবে যেনো তা শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠে, পা চললে তো চলুক মসজিদের দিকে, আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার, ওলামা ও নেক লোকদের যিয়ারত, নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য যাক, সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দিকে যাক, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য যাক।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রমযান এবং রমযান ছাড়াও নিজের অপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর এবং এর মাধ্যমে নেক ও জায়িয কাজ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবরাক নেকীতে অতিবাহিত করা এবং একে **"সু-স্বাগতম"** বলার পদ্ধতি এটাও যে, আমরা যেনো এই রমযানুল মুবারকে ইসলামী বোনদেরকে নেকীর দাওয়াত দিই, মন্দ কাজ থেকে বারণ করি, রমযানুল মুবারকের ফযীলত বলে তাদের রোযা রাখার জন্য মাদানী মানসিকা তৈরী করি, অধিকহারে ইনফিরাদী কৌশিশ করি, আহ! যদি আমাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে **"রমযানকে স্বাগত"** জানিয়ে এমন বরকত প্রকাশ করি যে, চারিদিকে যেনো রোযার মাদানী বসন্ত এসে যায়। মাকতাবাতুল মদীনার লিফলেট **"রমযানে গুনাহ সম্পাদনকারীদের ভয়ঙ্কর পরিনতি"** ঘরে ঘরে পৌঁছানোর চেষ্ট করুন।

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শাবানুল মুয়াজ্জমের মুবারক মাস আমাদের মাঝে তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে, অতঃপর খুব শীঘ্রই রমযানুল মুবারকেরও আগমন ঘটবে। ১০ রমযানুল মুবারক উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ওরসে পাক। আসুন! এরই প্রেক্ষিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত কল্যাণময় আলোচনা শ্রবণ করি।

সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পরিচিতি

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নাম "খাদিজা", পিতার নাম খুয়াইলিদ এবং মাতার নাম ফাতিমা। তাঁর উপনাম উম্মুল কাসিম এবং উম্মুল হিন্দ। তাঁর উপাধী হলো তাহিরা, সায়্যিদা, সিদ্দীকা এবং **"কোবরা"**, তাঁর এই শেষ উপাদীটি নামের সহিত অধিকহারে ব্যবহার হয়ে থাকে, যেনো এটি নামেরই একটা অংশ। তিনি মহিলাদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহন করেন, তিনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর সম্মানিতা আম্মাজান এবং জান্নাতী যুবকদের সর্দার হযরত হাসানাইনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর নানীজান। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমে উৎসর্গ করে দেন এবং নিজের পুরো জীবন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমত করে কাটিয়ে দেন। তাঁর মুবারক জীবদ্দশায় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আর কোন বিবাহ করেননি। তিনি প্রায় ২৫ বছর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিবাহ

বন্ধনে ছিলেন। নবুয়তের ঘোষনার ১০ম বছরে রমযানুল মুবারকের ১০ তারিখ ওফাত গ্রহন করেন। ওফাতের সময় তাঁর মুবারক বয়স ছিলো ৬৫ বছর। তিনি মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ কবরস্থান জান্নাতুল মা'লায় আরাম করছেন। তাঁর জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ফয়যানে উম্মাহাতুল মুমিনিন"** এর ৩১ থেকে ৩৯ পৃষ্ঠা এবং রিসালা **"ফয়যানে খাদিজাতুল কোবরা"** অধ্যয়ন করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস-১৭৫)

হে আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! আসুন! সমবেদনা জ্ঞাপনের কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে তার জন্য সেই বিপদগ্রস্থের সমপরিমান সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, কিতাবুল জানায়িয, নম্বর-১০৭৫, ২/৩৩৮) (২) যে মুমিন বান্দা তার কোন বিপদগ্রস্থ ভাইয়ের সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাকে কারামতের পোষাক পরিধান করাবেন। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, নম্বর-১৬০১, ২/২৬৮) ✯ সমবেদনা অর্থ হলো: বিপদগ্রস্থকে ধৈর্য্যের শিক্ষা দেয়া। ✯ সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫২) ✯ দাফন করার পূবেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা জায়িয, কিন্তু উত্তম হলো যে, দাফনের পরেই করা, এটা ঐ সময় যখন মৃতের পরিবার পরিজন হা-হুতাশ না করে, অন্যথায় তাদের সান্তনা প্রদানের জন্য পূবেই করুন। (আজ জাওয়াহিরুন নাইয়্যিরা, কিতাবুস সালাত, ১৪১ পৃষ্ঠা) ✯ মহিলাদের তার মাহরিমরাই

সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। সমবেদনায় এরূপ বলুন: আল্লাহ তায়ালা মৃতের মাগফিরাত করুন এব তাকে তোমার দয়ায় জায়গা করো। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫২) ✯ মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা ঘরে বসে থাকা যে, লোকেরা তাদের সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য আসবে, এতে অসুবিধে নেই, ঘরের দরজায় বা সদর দরজায় বিছানা পেতে বসা ভাল নয়। (দুররুল মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭৬) ✯ আর দাফনের পর মৃতের ঘরে আসা এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়া যদি হঠাৎ হয় তবে সমস্যা নাই এবং এটি রীতি বানানো উচিৎ নয় আর মৃতের ঘরে সমবেদনার জন্য লোকেদের জমা হওয়া দাফনের পূর্বে হওয়া বা পরপরই হওয়া অথবা অন্য কোন সময় হওয়া তা রীতি বহির্ভূত আর এরূপ করা গুনাহও নয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫৩) ✯ যে একবার সমবেদনা জ্ঞাপন করে এসেছে, সে আবারো সমবেদনার জন্য যাওয়া মাকরূহ।

(দুররুল মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭৭)

ঘোষণা সমূহ

আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করার কারণে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকে এবং এই মহান কাজকে না করার কারণে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যায়। লোকেরা ততক্ষণ কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর এর দাওয়াত দিতে থাকবে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে। (নেকীর দাওয়াতের ফযীলত, ১৬ পৃষ্ঠা) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রতি ..... থেকে .....টায় ইসলামী বোনদের মাদানী দাওরার জন্য যাত্রা হয়ে থাকে। আপনারাও নিয়্যত করে নিন যে, মাদানী দাওরায় অবশ্যই অংশগ্রহন করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! কোরআন মজীদ যা কিনা **রব তায়ালার** পবিত্র বাণী, যাতে দ্বীনে ইসলামের বিধানাবলী নিহীত রয়েছে। এমন পবিত্র বাণী, যা শুধু পাঠ করা ইবাদত নয় বরং তা তো দেখাও ইবাদত। **প্রিয় ইসলামী বোনেরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **১ম** রমযান থেকে **"ফয়যানে তিলাওয়াতে কোরআন"** কোর্সের ব্যবস্থা ..... স্থানে ..... টা থেকে ..... টা পর্যন্ত হবে। তো আসুন! নিয়্যত করে নিই যে, ফয়যানে তিলাওয়াতে কোরআনের ফয়য অর্জনের জন্য নিজেও অংশগ্রহন করবো এবং অপরকেও অংশগ্রহন করার উৎসাহ প্রদান করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: **প্রিয়** নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মহিলাদের নিজের রুমে নামায পড়া ঘরের সীমানার ভেতর নামায পড়া থেকে উত্তম আর তার সীমানার ভেতর নামায পড়া, উঠানে নামায পড়া থেকে উত্তম এবং উঠানে নামায পড়া ঘরের বাইরে নামায পড়া থেকে উত্তম। (জান্নাত মে লে জানে ওয়ালা আমাল, ১০২ পৃষ্ঠা) প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের একটি মাদানী ইনআমও মসজিদে বাইতে নামায আদায় করার। এবং নিজের ঘরে কোন স্থান নির্দিষ্ট করে সেখানে নামায আদায় করুন, আর এই নির্দিষ্ট স্থানই আপনার মসজিদে বাইত হয়ে যাবে। তবে আসুন! নিয়্যত করে নিই যে, রমযানুল মুবারকে সালাতুত তাসবীহ এবং তারাবীহ ইত্যাদি ঘরেই আদায় করবো। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাও ইলমে দ্বীন অর্জনের একটি অনন্য মাধ্যম! সকল ইসলামী বোনেরা নিয়্যত করে নিন যেমন; সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহন করবো, কেননা যদি আমরা নিয়তিম সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করি তবে ইলমে দ্বীন শিখতে থাকবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ১০৭টি বিভাগে দ্বীনে মতীনের খেদমতে দেশ বিদেশে সদা ব্যস্ত, অথচ অবস্থা আমন যে, বর্তমানে গুনাহের কাজে অনেক বেশি টাকা খরচ করা হচ্ছে, আসুন! আমরা গুনাহকে থামাতে এবং দ্বীনের বার্তাকে প্রসার করতে নিজের পুঁজি খরচ করার সংকল্প করে নিই। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য সদকা করবে তবে সেই (সদকা) তার এবং আগুনের মধ্যখানে পর্দা হয়ে যাবে। দেশ বিদেশে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে পরিচালিত **মাদরাসাতুল মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা এবং অন্যান্য বিভাগ** সমূহের সার্বিক ব্যয় নির্বাহের জন্য আপনার মাদানী তহবিল (চাঁদা) দ্বারা সহায়তা করুন এবং সাওয়াবে জারিয়ার অধিকারী হয়ে যান।

নিয়্যত করে নিন যে, নিজে সমস্ত ওয়াজিব ও নফল সদকা (যাকাত, সদকা, খয়রাত, অনুদান ইত্যাদি) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দিবো। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তায়ালা** আমল করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোরআনে পাক শিখে এবং শিখায় আর যা কিছু কোরআনে পাকে রয়েছে তার উপর আমল করে, কোরআন শরীফ তার শাফায়াত করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে।

(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ১০/১৯৮, হাদীস নং- ১০৪৫০)

এই ফযীলত পেতে **১ম** রমযানুল মুবারক থেকে ২০ দিনের সংক্ষিপ্ত কোর্স **"ফয়যানে তিলাওয়াতে কোরআন"** এলাকা পর্যায়ে শুরু হচ্ছে। যাতে ইসলামী বোনদের কোরআন তিলাওয়াত শুনার পাশাপাশি অনুবাদ ও তাফসীর (চিত্তাকর্ষক কোরআনী ঘটনাবলী) শুনার সৌভাগ্য নসীব হবে, সকল ইসলামী বোনের নিকট আবেদন যে, এই কোর্সে শুধু নিজে নয় বরং অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও এই কোর্সে ভর্তি করিয়ে দিন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد